

ইসলামে পানাহারের বিধান

ড. মুহাম্মাদ রফীকুর রহমান মাদানী
প্রফেসর ও চেয়ারম্যান, ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ
বাংলাদেশ ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা
প্রাক্তন ভাইস-প্রিন্সিপ্যাল ও বর্তমান রেক্টর
জামেয়া কাসেমিয়া কামিল মাদরাসা, নরসিংদী
খতীব, কাঁটাবন কেন্দ্রীয় জামে মসজিদ, ঢাকা



অভিমত

বিস্মিল্লাহির রাহমানি রাহীম ।

মুহতারাম প্রফেসর ড. মুহাম্মাদ রফীকুর রহমান মাদানী (হাফেযাহুল্লাহ) কর্তৃক রচিত ‘ইসলামে পানাহারের বিধান’ নামক বইখানি শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত আমার পড়ার সুযোগ হয়েছে, আলহামদুলিল্লাহ ।

শ্রদ্ধেয় লেখক তাঁর দক্ষতা, মেধা ও জ্ঞানগর্ভতার স্বাক্ষর রেখেছেন এ গ্রন্থে । বিষয়বস্তুর সাথে সংশ্লিষ্ট খুঁটি-নাটি অনেক বিষয় কুরআন-সুন্নাহর সুস্পষ্ট দলীলের আলোকে পাঠকের সামনে উপস্থাপন করেছেন । কখনো কখনো মূল আলোচনার সাথে আনুসঙ্গিক বিষয়ও সবিস্তারে তুলে ধরেছেন ।

আমার দৃঢ়বিশ্বাস, মনোযোগ-সহকারে এ বইটি অধ্যয়ন করলে, একজন মানুষ ইসলামে পানাহারের বিধান সম্পর্কে বিশেষভাবে অবহিত হতে পারবেন ।

গ্রন্থখানি প্রকাশ করে পাঠকের কাছে পৌঁছে দেওয়ার দায়িত্ব গ্রহণ করায় সুবজপত্র পাবলিকেশন্স’র স্নেহাস্পদ প্রকাশক মুহাম্মদ হেলাল উদ্দীনকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি এবং দুআ করি যেনো, আল্লাহ তাআলা তাকে এ ধরনের মহৎ কাছের আরো তাওফীক দান করেন ।

মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের নিকট এ প্রার্থনা করছি যে, হে আল্লাহ! মুহতারামকে হায়াতে তাইয়েবা দান করুন । দীনী খেদমতের আরো তাওফীক দিন । পরকালে এ বরকতময় কাজের বিনিময়ে তাঁর নেকীর পাল্লা ভারী করে দিন । আমাদের পাঠকদেরকেও এর সাথে শরীক করুন । আমীন!

হাফেয মাহমুদুল হাসান মাদানী

উপাধ্যক্ষ, জামেয়া কাসেমিয়া কামিল মাদরাসা

গাবতলী, নরসিংদী ।

২৬ আগস্ট, ২০১৯

লেখক-পরিচিতি

ড. আবু নোমান মুহাম্মাদ রফিকুর রহমান মাদানী চাঁদপুর জেলার হাজীগঞ্জ উপজেলাস্থিত বেলঘর গ্রামের একটি সম্ভ্রান্ত আলেম পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তার পিতার নাম মোঃ আব্দুল মতিন এবং মাতার নাম মোবাহ্শেরা বেগম। পাঁচ ভাই-বোনের মধ্যে তিনি দ্বিতীয়। তিনি তৎকালীন পূর্ব-পাকিস্তান মাদরাসা শিক্ষা বোর্ডের অধীনে দাখিল থেকে কামিল (১৯৬২-১৯৭০ সাল) পর্যন্ত প্রতিটি পরীক্ষায় স্কলারশিপ নিয়ে কৃতিত্বের সাথে পাস করেন।

১৯৭৬ সালে মদীনা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের বৃত্তি নিয়ে তিনি সৌদি আরব গমন করেন এবং পঞ্চাশটিরও অধিক দেশ থেকে আগত মেধাবী ছাত্রদের মাঝে শতকরা সাতানব্বই ভাগ নাম্বার পেয়ে প্রথম শ্রেণীতে প্রথম স্থান লাভ করে লিসান কোর্স সম্পন্ন করেন। কৃতিত্বের স্বাক্ষরস্বরূপ তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের চ্যান্সেলর তৎকালীন যুবরাজ পরবর্তীতে বাদশাহ ফাহদ বিন আব্দুল আযীযের হাতে প্রদত্ত সার্টিফিকেট ও পুরস্কার লাভ করেন, যা সৌদি টেলিভিশনে ফলাও করে প্রচার করা হয়। ১৯৮০ সালে সৌদি ইসলামিক অ্যাফেয়ারস মন্ত্রণালয়ের অধীনে দীনী দাওয়াতের দায়িত্ব নিয়ে দেশে ফিরে আসেন। ১৯৮১ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আরবী বিভাগ থেকে এমএ (প্রথম শ্রেণীতে প্রথম) ডিগ্রি লাভ করেন এবং সম্মানসূচক বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক পুরস্কারপ্রাপ্ত হন। ২০১৪ সালে ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় কুষ্টিয়া থেকে ‘প্রিপ্যারিস অফ ইসলামিক দাঈ’ ইন ইউকেশনাল, কালচারাল, স্প্রিচুয়াল আসপেকটস’ বিষয়ে পিএইচডি ডিগ্রি লাভ করেন।

১৯৮০ সালে নরসিংদীর জামেয়া কাসেমিয়া কামিল মাদরাসায় শিক্ষক হিসেবে যোগদানের মাধ্যমে শুরু হয় তার কর্মজীবন। সেখানে তিনি দীর্ঘদিন উপাধ্যক্ষের দায়িত্বও পালন করেন। ১৯৯৭ সালে তা’মিরুল মিল্লাত কামিল মাদ্রাসায় শায়খুল হাদীস পদে নিযুক্ত হন এবং ২০০৬ সালে তিনি বাংলাদেশ ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগে চেয়ারম্যান পদে যোগদান করেন এবং অদ্যাবধি এ পদে বহাল আছেন। ১৯৯৫ সালে জাতীয় পর্যায়ে শ্রেষ্ঠ শিক্ষক হিসেবে প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক প্রদত্ত স্বর্ণপদক লাভ করেন।

মাতৃভাষা বাংলা ছাড়াও আরবী, ইংরেজি ও উর্দু ভাষায় তার দক্ষতা রয়েছে। বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সেমিনারে প্রবন্ধ উপস্থাপন, অংশগ্রহণ ও ভ্রমণের উদ্দেশ্যে তিনি সৌদি আরব, সংযুক্ত আরব আমিরাত, থাইল্যান্ড, পাকিস্তান, অস্ট্রেলিয়া, সিঙ্গাপুর ও মালয়েশিয়া ভ্রমণ করেছেন। ইসলামিক ফাউন্ডেশন থেকে প্রকাশিত ‘ইসলামী বিশ্বকোষ’-এ তার বেশ কয়েকটি প্রবন্ধ রয়েছে।

তিনি বেশ কয়েকটি ব্যাংক-বীমা কোম্পানির শরী‘আ কাউন্সিলের সদস্য হিসেবে গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করেন। তিনি তিন ছেলে ও দুই মেয়ের জনক।

লেখকের কথা

মানুষ আল্লাহ তাআলার সর্বশ্রেষ্ঠ সৃষ্টি। আল্লাহ মানব জাতিকে সবচেয়ে সম্মান-মর্যাদা দিয়ে, সর্বশ্রেষ্ঠ আকৃতি দিয়ে, সবচেয়ে সুন্দর অবয়ব দিয়ে তাঁর পছন্দমত সৃষ্টি করেছেন। আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴿وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِّنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا﴾

“নিশ্চয় আমি আদম সমস্তানকে সম্মান- মর্যাদা দিয়েছি। আমি তাদেরকে জলে ও স্থলে চলাচলের বাহন দিয়েছি, তাদেরকে উত্তম জীবনোপকরণ প্রদান করেছি এবং তাদেরকে অনেক সৃষ্ট বস্তুর উপর শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছি।” (সূরা ১৭; ইসরা ৭০)

﴿لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ﴾

“আমি মানুষকে সুন্দরতর অবয়বে সৃষ্টি করেছি।” [সূরা ৯৫; তীন ৪]

﴿هُوَ الَّذِي يُصَوِّرُكُمْ فِي الْأَرْحَامِ كَيْفَ يَشَاءُ﴾

“তিনিই সেই আল্লাহ, যিনি তোমাদের আকৃতি গঠন করেন মাতৃগর্ভে, যেমনটি তিনি চান।” [সূরা ৩; আলে ইমরান ৬]

﴿يَا أَيُّهَا الْإِنْسَانُ مَا غَرَّبَكَ بِرَبِّكَ الْكَرِيمِ ﴿٦﴾ الَّذِي خَلَقَكَ فَسَوَّبَكَ فَعَدَلَكَ ﴿٧﴾ فِي أَيِّ صُورَةٍ مَّا شَاءَ رَكَّبَكَ ﴿٨﴾﴾

“হে মানুষ! কিসে তোমাকে তোমার মহামহিম রব সম্পর্কে বিভ্রান্ত করলো? যিনি তোমাকে সৃষ্টি করেছেন, অতঃপর তোমাকে সুবিন্যাস্ত করেছেন। যিনি তোমাকে সে আকৃতিতেই গঠন করেছেন, যেমনটি তিনি চেয়েছেন।” [সূরা ৮২; ইনফিতার ৬-৮]

আবার আল্লাহ সর্বশেষ নবীর উম্মতকে করেছেন সর্বশ্রেষ্ঠ উম্মত, দিয়েছেন তাদের উপর কঠিন দায়িত্ব, তা হলো ভালো কাজের আদেশ এবং মন্দ কাজে নিষেধ করা।

আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴿كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ
وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ﴾

“তোমরাই হলে সর্বোত্তম উম্মত, মানবজাতির কল্যাণের জন্যই তোমাদের উদ্ভব ঘটানো হয়েছে। তোমরা ভালো কাজের আদেশ করবে এবং মন্দ কাজে বাঁধা দিবে। তোমরা আল্লাহর প্রতি ঈমান আনবে।” (সূরা ৩; আলে-ইমরান ১১০)

মানব জাতির এ শ্রেষ্ঠত্ব টিকিয়ে রাখার জন্য প্রয়োজন জ্ঞান, প্রজ্ঞা, মেধা, সাহস, দায়িত্ব-কর্তব্যবোধ এবং আল্লাহর নিকট জবাবদিহিতার ভয়। এ ছাড়াও অতীব গুরুত্বপূর্ণ প্রয়োজন, মানুষের সুস্বাস্থ্য। কারণ স্বাস্থ্য ভালো না থাকলে, কোনো কাজই সঠিকভাবে পালন করা সম্ভব হয় না। শরীরে থাকে না উদ্যম, উৎসাহ, থাকে না দায়িত্ব পালনের আগ্রহ। তাইতো বলা হয়, স্বাস্থ্যই সকল সুখের মূল। আরো বলা হয়, সুস্থ দেহ সুস্থ মন। আর স্বাস্থ্য রক্ষার জন্য প্রয়োজন প্রয়োজনীয় সুস্বাদু খাবার। আল্লাহ মেহেরবাণী করে মানুষের জন্য রকমারি খাবার তৈরি করেছেন, স্বাস্থ্যসম্মত খাবারগুলোকে হালাল করেছেন, স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর খাবারগুলোকে হারাম করেছেন। আমার এই পুস্তকে আমি পানাহারের গুরুত্ব আলোকপাত করেছি। মানুষের জন্য হালাল খাবার এবং পানীয়গুলোর বর্ণনা দিয়েছি, সাথে সাথে হারাম খাবার এবং পানীয়গুলোর কথাও উল্লেখ করেছি। পানাহারে অন্যদের অধিকারের কথা আলোচনা করেছি। পানাহারের বৈধ এবং অবৈধ পদ্ধতি বর্ণনা করার পাশাপাশি বৈধ আয়ের প্রয়োজনীয়তা গুরুত্ব সহকারে বর্ণনা করেছি। পাঠকের জ্ঞাতব্য প্রতিটি বিষয়ের আলোচনার সাথে আনুষঙ্গিক বিষয়টিও আলোচনায় এনেছি। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পানাহার পদ্ধতি এবং তাঁর পছন্দনীয় খাবারের বর্ণনা দিয়েছি। প্রত্যেকটি আলোচনার সাথে কুরআন-সুন্নাহর দলীল দেওয়ার চেষ্টা করেছি। বিভিন্ন বিষয়ে নির্ভরযোগ্য জ্ঞানীগণের মতামতও তুলে ধরেছি। দলীলের ক্ষেত্রে যথাসম্ভব সহীহ দলীল আনার চেষ্টা করেছি। তবে এ ক্ষেত্রে দুর্বল কিছু বর্ণনাও এনেছি। পাঠক বৃন্দের এ ব্যাপারে চিন্তিত হওয়ার কোনো কারণ নেই। কারণ, এর সাথে সাওয়াব-গুনাহের কোনো সম্পর্ক নেই, এটি কোনো আকীদাহগত বিষয় নয়, মৌলিক ইবাদতেরও বিষয় নয়। আকীদাহগত এবং মৌলিক ‘ইবাদতের বিষয়গুলোর ক্ষেত্রে অবশ্যই সতর্কতা অবলম্বন করেছি, সহীহ দলীলের সমর্থন থাকলেই

দুর্বল কোনো দলীল এনেছি। আর একটি মূলনীতি এ ক্ষেত্রে অবশ্যই স্মরণে রাখতে হবে, তা হলো, বৈষয়িক জগতের পানাহার এবং ব্যবহারের ক্ষেত্রে সবকিছুই বৈধ, যতক্ষণ পর্যন্ত তা হারাম হওয়ার দলীল না পাওয়া যাবে। আর সমস্ত ইবাদতই অবৈধ, যতক্ষণ পর্যন্ত তা বৈধ হওয়ার দলীল না পাওয়া যাবে। এ মূলনীতিটি জানা থাকলে পানাহার যেমন সহজ হবে, তেমনি 'ইবাদত করাও সহজ হবে।

এই পুস্তকটি পাঠ করে কিছুটা হলেও পাঠক উপকৃত হবেন বলে আমি মনে করি। এই পুস্তকটি লিখতে গিয়ে যতটুকু সঠিক লিখেছি, তা সম্পূর্ণই আল্লাহর মেহেরবানী ও তাঁর দয়া, আর যতটুকু ভুল করেছি, তা পুরোপুরিই আমার অযোগ্যতা ও ব্যর্থতা। সঠিক লেখার জন্য আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করছি এবং তাঁর নিকট পুরস্কার কামনা করছি, আর ভুলভ্রান্তির জন্য তাঁর নিকট ক্ষমা চাচ্ছি। পাঠকবৃন্দের নিকট অনুরোধ, আপনাদের নিকট কুরআন-সুন্নাহর আলোকে ভুলভ্রান্তি দৃষ্টিগোচর হলে বা আপনাদের কোনো সু-পরামর্শ থাকলে অবহিত করবেন। পরবর্তী সংস্করণে আপনাদের সুচিত্তিত মতামত ও পরামর্শের যথার্থ মূল্যায়ন করার চেষ্টা করবো ইনশাআল্লাহ। আল্লাহ সকলকে নেক আমল করার তৌফীক দিন। আমীন ইয়া রাক্বাল আলামীন!

সবুজপত্র পাবলিকেশন্স-এর সত্ত্বাধিকারী মুহাম্মাদ হেলাল উদ্দীন ও সাজ্জিদা বিনতে মাহমুদের শুকরিয়া আদায় করি, যারা আমার এই বইটি প্রকাশনার দায়িত্ব নিয়ে আমাকে কৃতার্থ করেছেন। আল্লাহ তাদেরকে উত্তম বিনিময় দান করুন, দুনিয়া-আখিরাত সুন্দর করে দিন। আমীন!

মুহাম্মাদ রফিকুর রহমান

সূচিপত্র

বিবরণ	পৃষ্ঠা
মানব সৃষ্টির মূল উদ্দেশ্য খিলাফতের দায়িত্ব পালন	১৩
খিলাফতের দায়িত্ব পালনের সুবিধার্থেই সকল কিছুর সৃষ্টি	১৪
খিলাফতের দায়িত্ব পালনের জন্যে প্রয়োজন সুস্বাস্থ্য	১৫
সুস্বাস্থ্যের জন্য প্রয়োজন স্বাস্থ্যপোষুগী সুসমা খাদ্য ও পানীয়	১৫
শরী'আতের দৃষ্টিতে 'হালাল' ও 'হারাম' বলতে কী বুঝায়?	১৭
স্বাস্থ্যের অনুপযোগী খাদ্য হারাম ঘোষণা	২১
জীবিত অবস্থায় কোনো প্রাণীর কোনো অংশ কেটে খাওয়া হারাম	২৩
আহলে কিতাবের খাদ্য খাওয়া হালাল	২৬
যে স্থানে গায়রুল্লাহর নামে যবেহ করা হয়, সেখানে আল্লাহর নামে যবেহ করা হলেও খাওয়া হালাল হবে না	২৮
যে সমস্ত সম্পদ অন্যায়ভাবে উপার্জন করা হয়, তা খাওয়া, গ্রহণ করা নিষেধ। অন্যের সম্পদ অন্যায়ভাবে ভক্ষণ করা হারাম	২৯
জোর করে কারো যমিন দখল করে নেওয়া সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ	২৯
মাপে কম দিয়ে অন্যকে ঠকিয়ে অর্থ উপার্জন করে খাওয়া সম্পূর্ণ হারাম	৩০
সুদের মাধ্যমে অর্থ উপার্জন, লেন-দেন, ব্যবসা-বাণিজ্য হারাম	৩১
ঘুষ নেওয়া, দেওয়া, মধ্যস্থতা করা হারাম	৩২
কোনো পদে চাকরিকালীন হাদিয়া বা উপঢৌকন গ্রহণ করা ঘুষেরই নামান্তর, তা যে নামেই হোক	৩৩
সরকারি অর্থ আত্মসাৎ করা হারাম	৩৪
পণ্যে ভেজাল করা, দোষ-ত্রুটি গোপন করা হারাম	৩৫
মিথ্যা কসম খেয়ে পণ্য বিক্রি করা জঘন্যতম অপরাধ	৩৫
মিথ্যা কসম খেয়ে পণ্য বিক্রি করলে বরকত থাকবে না	৩৬
অর্থ জীবনধারণের অন্যতম মাধ্যম, জীবনের চালিকাশক্তি	৩৭
অর্থ-সম্পদ, রিযিক আল্লাহর অনুগ্রহ	৩৭
ইসলামে হালাল জীবিকা উপার্জনের তাকীদ	৩৯
অর্থ-সম্পদ, রিযিকের প্রশান্ততা, সংকীর্ণতা সবই আল্লাহর হাতে	৪০
আত্মীয়দের সাথে সু-সম্পর্ক রাখা রিযিকের প্রশান্ততা নিয়ে আসে	৪১
হারাম সন্দেহপূর্ণ খাবারও বর্জন করা বাঞ্ছনীয়	৪৪
পানাহারের নিয়মাবলি	৪৬
ডান হাতে খাওয়া, আল্লাহর নাম নিয়ে খাওয়া, নিজের কাছেরটা খাওয়া ইসলামের নির্দেশ	৪৮

ইসলামে পানাহারের বিধান

মানব সৃষ্টির মূল উদ্দেশ্য খিলাফতের দায়িত্ব পালন

আল্লাহ মানব জাতিকে পৃথিবীতে পাঠিয়েছেন খেলাফতের দায়িত্ব পালনের জন্যে। আদম সৃষ্টির প্রাক্কালে আল্লাহ ফেরেশতাদেরকে বললেন,

﴿وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً﴾

“যখন তোমার রব ফেরেশতাদেরকে বললেন, আমি পৃথিবীতে একজন খলীফা বানাতে যাচ্ছি” (সূরা ২; বাকারা ৩০)। ফেরেশতাগণ বলেছিলেন, আপনার গুণকীর্তন এবং তাসবীহ পাঠের জন্যে আমরাইতো যথেষ্ট, যাদেরকে সৃষ্টি করতে চাচ্ছেন, তারাতো শুধু মারামারি করবে আর ফাসাদ সৃষ্টি করবে। যেমন মহান আল্লাহ বলেন,

﴿قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ ۗ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ ۗ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ﴾

“তারা (ফেরেশতাগণ) বললো, আপনি কি পৃথিবীতে এমন কাউকে সৃষ্টি করবেন, যে ফাসাদ সৃষ্টি করবে আর রক্তপাত ঘটাবে? অথচ আমরাই প্রতিনিয়ত আপনার গুণকীর্তন করছি এবং আপনার পবিত্রতা ঘোষণা করছি। আল্লাহ বললেন, নিশ্চয় আমি যা জানি, তা তোমরা জানো না।” (সূরা ২; বাকারা ৩০)

এ আয়াত দ্বারা এ কথাটি স্পষ্ট হলো যে, মানব সৃষ্টির লক্ষ্য শুধুমাত্র তাসবীহ পাঠ এবং আল্লাহর গুণকীর্তনই নয়, বরং আল্লাহর খেলাফত প্রতিষ্ঠাই মূল লক্ষ্য, যার মাধ্যমে গোটা মাখলুক শান্তি লাভ করে আল্লাহর প্রশংসা করবে, তাঁর গুণকীর্তন করবে, তাসবীহ পাঠ করবে।

মানুষ এ পৃথিবীতে খেলাফতের দায়িত্ব পালন করবে। আর খেলাফতের দায়িত্ব মানে, জীবনের সকল স্তরে আল্লাহর বিধান বাস্তবায়ন করা, তৌহীদ প্রতিষ্ঠা করা। তাগুতি কালেমাকে পদানত করে আল্লাহর কালেমাকে সমুন্নত করা। এ ক্ষেত্রে বাধা হয়ে আসবে শয়তানের কুমন্ত্রনা, প্রবৃত্তির তাড়না, অন্যায় লোভ-লালসা। বাধা সৃষ্টি করবে যালিম শাসক গোষ্ঠী, অর্থলিপ্সু বৃত্তশালী, অন্যায়ভাবে অর্থ ভক্ষণকারী ভণ্ড জ্ঞানী ও পুরোহিতরা। যুগে যুগে নবী রাসূল আগমন করে এ সকল বাধার সম্মুখীন হয়েছেন। এ সকল বাধা-বিপত্তি অতিক্রম করে সফলতার সাথে তাঁরা তাঁদের উপর অর্পিত দায়িত্ব পালন করেছেন। এটাই প্রকৃত ইবাদত, যে উদ্দেশ্যে আল্লাহ জিন ইনসান সৃষ্টি করেছেন। আল্লাহ বলেন,

﴿ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ ﴾

“আমি জিন এবং মানুষ সৃষ্টি করেছি একমাত্র আমার ইবাদত করার জন্যেই” (সূরা ৫১; যারিয়াত ৫৬) খিলাফতের দায়িত্ব যথাযথ ভাবে পালনের মাধ্যমেই প্রতিষ্ঠিত হতে পারে একটি শান্তিপূর্ণ, সৌহার্দপূর্ণ পরিবার, সমাজ তথা রাষ্ট্র। যেখানে থাকবে না অন্যায়, অবিচার, থাকবে না কোনো ভয় ভীতি, চিন্তা, পেরেশানি। আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴿ فَمَا يَأْتِيَنَّكُمْ مِّنِّي هُدًى فَمَنْ تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴾

“যখনই তোমাদের নিকট আমার পক্ষ হতে কোনো হেদায়াত আসে, আর যে আমার এ হেদায়াত মেনে চলে, তাদের উপর কোনো ভয় নেই এবং তাদের কোনো চিন্তাগ্রস্ত হতে হবে না।” [সূরা ২; বাকারা ৩৮] অন্য আয়াতে আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴿ فَمَا يَأْتِيَنَّكُمْ مِّنِّي هُدًى فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْتَقِي ﴾

“যখনই তোমাদের নিকট আমার পক্ষ হতে কোনো হেদায়াত আসে, আর যে আমার এ হেদায়াত মেনে চলে, সে বিপথগামী হবে না এবং দুঃখ-কষ্টও পাবে না।” [সূরা ২০; তা-হা ১২৩]

খিলাফতের দায়িত্ব পালনের সুবিধার্থেই সকল কিছু সৃষ্টি

খিলাফতের এ মহান দায়িত্ব পালনের সুবিধার্থে আল্লাহ মানুষের কল্যাণে সকল কিছু সৃষ্টি করেছেন এবং বিভিন্ন সৃষ্টিকে তাদের অনুগত করে দিয়েছেন। আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴿ هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ﴾

“তিনিই সে সত্তা যিনি যমিনে যা কিছু রয়েছে, সকল কিছু তোমাদের কল্যাণে সৃষ্টি করেছেন” (সূরা ২; বাকারা ২৯)

আল্লাহ আরো বলেন,

﴿اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَأَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ ۗ وَسَخَّرَ لَكُمُ الْفُلْكَ لِتَجْرِيَ فِي الْبَحْرِ بِأَمْرِهِ ۗ وَسَخَّرَ لَكُمُ الْأَنْهَارَ ﴿١٣﴾ وَسَخَّرَ لَكُمُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ دَائِبَيْنِ ۗ وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ﴾

“তিনিই আল্লাহ, যিনি আসমান যমিন সৃষ্টি করেছেন এবং আকাশ থেকে বৃষ্টি বর্ষণ করে তোমাদের জন্য রিযিক স্বরূপ বিভিন্ন ফলসমূহ উৎপন্ন করেছেন, নৌযানকে তোমাদের আঞ্জাবহ করেছেন, যাতে তাঁর আদেশে সমুদ্রে চলাফেরা করতে পার, নদীগুলোকে তোমাদের অনুগত করেছেন, তোমাদের সেবায় নিয়োজিত করেছেন সূর্য, চন্দ্রকে সর্বদা এক নিয়মে এবং রাত্রি ও দিবাকে তোমাদের অনুগত করে দিয়েছেন” (সূরা ১৪; ইব্রাহীম ৩২-৩৩)

খিলাফতের দায়িত্ব পালনের জন্যে প্রয়োজন সুস্বাস্থ্য

খিলাফতের দায়িত্ব পালনের জন্যে অন্যতম প্রয়োজন সুস্বাস্থ্য, আবার সুস্বাস্থ্যের জন্যে প্রয়োজন স্বাস্থ্য উপযোগী সুষম খাবার, নিয়মিত, পরিমিত পানাহার। এ কথা অনস্বীকার্য যে, পানাহার প্রতিটি মানুষের জীবনে বেঁচে থাকার জন্যে, স্বাস্থ্য রক্ষার জন্যে অপরিহার্য বিষয়, আর ইসলামের মূল লক্ষ্যই হলো গোটা মানব জাতির কল্যাণ সাধন করা, অকল্যাণকে প্রতিহত করা। এই বইয়ে পানাহার সম্পর্কিত ইসলামী দৃষ্টিভঙ্গি তুলে ধরা হয়েছে, যার মাধ্যমে এক জন মুসলিম পানাহার সম্পর্কে কি করণীয়, কি বর্জনীয় এবং পানাহারের মূল উৎস অর্থ উপার্জন সম্পর্কে সহজেই জানতে সক্ষম হবে, যার মাধ্যমে তার দুনিয়া সুন্দর হবে এবং আখেরাত সুন্দর হবে, যা আমাদেরকে শিখিয়েছেন আল্লাহ এবং তাঁর রাসূল। আনাস রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অধিকাংশ দু’আ ছিলো,

«اللَّهُمَّ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ»

অর্থাৎ, “হে আল্লাহ! হে আমাদের রব! দুনিয়ায় আমাদেরকে কল্যাণ দান করুন, আখেরাতে আমাদেরকে কল্যাণ দান করুন এবং আমাদেরকে জাহান্নামের আযাব থেকে রক্ষা করুন।” (বুখারী: ৬৩৮৯, মুসলিম ২৬৯০)

সুস্বাস্থ্যের জন্য প্রয়োজন স্বাস্থ্যপোষুগী সুষমা খাদ্য ও পানীয়

ইসলাম মানুষের জন্যে উপকারী খাদ্য ও পানীয় হালাল করেছে এবং ক্ষতিকর খাদ্য ও পানীয় হারাম করেছে। আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴿يَأْمُرُهُم بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبِيثَاتِ﴾

ইসলামে পানাহারের বিধান

“তিনি (নবী) তাদেরকে ভালো কাজের আদেশ করেন ও মন্দ কাজের নিষেধ করেন এবং তাদের জন্য উত্তম বস্তুকে (যা স্বাস্থ্যসম্মত) হালাল করেন, ক্ষতিকর বস্তুকে (যা স্বাস্থ্যকর নয়) হারাম করেন।” (সূরা ৭; আ'রাফ ১৫৭)।

﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا﴾

“হে মানবমণ্ডলী! পৃথিবীর হালাল ও উত্তম বস্তু ভক্ষণ করো।” (সূরা ২; বাকারা: ১৬৮)

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ﴾

“হে ঈমানদারগণ! তোমরা উত্তম বস্তু ভক্ষণ করো, যেগুলো আমি তোমাদেরকে রিযিক হিসেবে দিয়েছি।” (সূরা ২; বাকারা ১৭২)

﴿يَا أَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُوا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا﴾

“হে রাসূলগণ! তোমরা উত্তম খাদ্য গ্রহণ করো এবং নেক আমল করো” (সূরা ২৩; মুমিনুন: ৫১)

﴿يَسْأَلُونَكَ مَاذَا أَحَلَّ لَهُمْ قُلْ أُحِلَّ لَكُمْ الطَّيِّبَاتُ﴾

“তারা আপনাকে প্রশ্ন করবে, তাদের জন্য কী হালাল করা হয়েছে, তুমি বলে দাও, তোমাদের জন্যে উত্তম খাবার হালাল করা হয়েছে।” (সূরা ৫; মায়িদা ৪)

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَحْرِمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ﴾

“হে মুমিনগণ! আল্লাহ যে সমস্ত উত্তম খাবার তোমাদের জন্য হালাল করেছেন, সেগুলো তোমরা হারাম করো না।” (সূরা ৫; মায়িদা ৮৭)

﴿قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَ الطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ قُلْ هِيَ لِلَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا خَالِصَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ كَذَلِكَ نَفَصَلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ﴾

“তুমি বলো, আল্লাহ তার বান্দাদের জন্য যে সমস্ত সৌন্দর্যের বস্তু এবং উত্তম রিযিক সৃষ্টি করেছেন, তা কে হারাম করলো? বলে দাও, এসব নেয়া'মত আসলে পার্থিব জীবনে মুমিনদের জন্যে। বিশেষ করে কেয়ামতের দিন তাদেরই জন্যে (সৃষ্টি করা হয়েছে) এমনিভাবে আমি আয়াতসমূহ বিস্তারিত বর্ণনা করি তাদের জন্যে যারা বুঝে।” (সূরা ৭; আ'রাফ ৩২)

﴿فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَ اشْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ إِنَّ كُنْتُمْ إِيَّاهُ

﴿تَعْبُدُونَ﴾

“অতএব, আল্লাহ তোমাদেরকে যে সমস্ত হালাল ও পবিত্র বস্তু দিয়েছেন, তা থেকে তোমরা খাও এবং আল্লাহর নেয়ামতের শুকরিয়া আদায় করো, যদি তোমরা এক মাত্র তাঁরই ইবাদতকারী হয়ে থাকো।” (সূরা ১৬; নাহল ১১৪)

﴿وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا﴾

“নিশ্চয়ই আমি আদম সন্তানকে সম্মানিত করেছি এবং তাদেরকে স্থলে ও সাগরে চলাচলের জন্যে বাহন দিয়েছি, উত্তম রিযক দিয়েছি এবং আমার অনেক সৃষ্টির উপর তাদেরকে শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছি”। (সূরা ১৭; ইসরা ৭০)

উপরোক্ত আয়াতগুলোতে উত্তম খাবার বলতে হালাল এবং স্বাস্থ্যসম্মত খাবার বুঝানো হয়েছে। কারণ, কখনও দেখা যায় যে, খাবার হালাল হলেও স্বাস্থ্যসম্মত হয় না, যেমন মিষ্টিজাত দ্রব্য হালাল হলেও ডায়বেটিকে আক্রান্ত রোগীর জন্য স্বাস্থ্যসম্মত নয়, এমনিভাবে পোলাও, বিরিয়ানি হালাল হলেও যারা উচ্চ রক্ত চাপে ভোগেন, তাদের জন্য স্বাস্থ্যসম্মত নয়। শরী‘আতের নির্দেশ হলো, খাবার হালাল হওয়ার সাথে সাথে তা স্বাস্থ্যসম্মত হতে হবে।

শরী‘আতের দৃষ্টিতে ‘হালাল’ ও ‘হারাম’ বলতে কী বুঝায়?

হালাল বলতে ঐ সমস্ত বস্তু, বিষয় বা কাজকে বুঝায়, যা শরী‘আত অনুমোদিত, অথবা যা করতে আল্লাহ এবং তাঁর রাসূল নিষেধ করেননি। যেমন, আল্লাহ তাআলা বলেছেন,

﴿أَحَلَّتْ لَكُمْ بِهَيْبَةِ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُثَلَّى عَلَيْكُمْ﴾

“তোমাদের জন্যে চতুষ্পদ জন্তু হালাল করা হয়েছে, যা তোমাদের কাছে বিবৃত হবে, তা ব্যতীত।” (সূরা ৫; মায়িদা ১)

আবার বৈষয়িক জগতের অনেক কাজ, বিষয়, বস্তু রয়েছে, যা করা, ব্যবহার করা, ভোগ করার ব্যাপারে কুরআন-সুন্নাহ অনুমতিও দেয়নি, আবার নিষেধও করেনি, বরং চুপ রয়েছে, সে বিষয়গুলোও হালাল।

আর হারাম বলতে ঐ সমস্ত বস্তু, বিষয় এবং কাজকে বুঝায়, যা কুরআন-সুন্নাহ অনুমতি দেয়নি অথবা সরাসরি নিষেধ করেছে অথবা যে সমস্ত ব্যাপারে আল্লাহ বা তাঁর রাসূল শাস্তির কথা, গযবের কথা শুনিয়েছেন অথবা লা‘নতের কথা বলেছেন। যেমন, আবু ছা‘লাবা রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত হাদীসে এসেছে,

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ أَكْلِ كُلِّ ذِي نَابٍ مِنَ السَّبَاعِ
অর্থাৎ, যে হিংস্র প্রাণী দাঁত দিয়ে শিকার করে, এমন প্রাণীর গোশত খেতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিষেধ করেছেন। (বুখারী: ৫১২৩)

যাবের ইবনে আব্দুল্লাহ রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত হাদীসে এসেছে,

لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آكِلَ الرَّبَا، وَمُؤَكَّلَهُ وَشَاهِدِيهِ وَكَاتِبَهُ،
وَقَالَ: «هُمْ سَوَاءٌ»

অর্থাৎ, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম লানত করেছেন, সুদ গ্রহীতা, সুদদাতা, সুদ লেখক এবং সুদের দুই সাক্ষীর উপর। তিনি বলেন, “গুনাহের ব্যাপারে সকলেই সমান।” (মুসলিম: ১৫৯৮, বায়হাকী: ৫১১৮)

এ ছাড়াও বৈষয়িক জগতের কোনো কাজ করা, কোনো জিনিস ব্যবহার করা, কোনো জিনিস খাওয়ার ব্যাপারে শরী‘আতের মূলনীতি হলো, তা হালাল বা বৈধ, যতোক্ষণ না তা নিষিদ্ধ হওয়ার ব্যাপারে কোনো দলীল পাওয়া যাবে। আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴿هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا﴾

“তিনিই সে সত্তা যিনি তোমাদের ভোগ-ব্যবহারের জন্যে পৃথিবীতে যা কিছু রয়েছে, সে সব সৃষ্টি করেছেন।” (সূরা ২; বাকারা ২৯)

সালমান ফারেসী রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে চর্বি, পনির এবং জংলী গাধা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলে তিনি বললেন,

«الْحَلَالُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ فِي كِتَابِهِ، وَالْحَرَامُ مَا حَرَّمَ اللَّهُ فِي كِتَابِهِ، وَمَا سَكَتَ عَنْهُ فَهُوَ مِمَّا عَفَا عَنْهُ»

“হালাল তা-ই যা আল্লাহ তাঁর কিতাবে হালাল করেছেন, হারাম তা-ই যা আল্লাহ তাঁর কিতাবে হারাম করেছেন। আর যে ব্যাপারে তিনি চুপ রয়েছেন, তা সেসবের অন্তর্ভুক্ত, যা করলে আল্লাহ ক্ষমা করে দিবেন।” (তিরমিযী: ১৭২৬, ইবনে মাজাহ: ৩৩৬৭)

ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত হাদীসে এসেছে, তিনি বলেন,

كَانَ أَهْلُ الْجَاهِلِيَّةِ يَأْكُلُونَ أَشْيَاءَ وَيَتْرَكُونَ أَشْيَاءَ تَقَدَّرَ اللَّهُ تَعَالَى نَبِيَّهُ
وَأَنْزَلَ كِتَابَهُ وَأَحَلَّ حَلَالَهُ وَحَرَّمَ حَرَامَهُ فَمَا أَحَلَّ فَهُوَ حَلَالٌ وَمَا حَرَّمَ فَهُوَ حَرَامٌ
وَمَا سَكَتَ عَنْهُ فَهُوَ عَفْوٌ وَتَلَا ﴿قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَآ أَوْحَىٰ إِلَيَّ مُحَرَّمًَا عَلَىٰ طَاعِمٍ
يُطْعِمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقًا أُهِلَّ
لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ فَمَنْ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ إِلَىٰ آخِرِ الْآيَةِ

জাহেলী যুগের লোকেরা অনেক কিছু খেতো, আবার ঘৃণা করে অনেক কিছু বর্জন করতো, আল্লাহ তাঁর নবীকে পাঠালেন, তাঁর কিতাব নাযিল করলেন, তাঁর হালালকে হালাল করলেন, তাঁর হারামকে হারাম করলেন। অতএব, আল্লাহ যা হালাল করেছেন, তা-ই হালাল আর তিনি যা হারাম করেছেন তা-ই হারাম, যা সম্পর্কে তিনি চুপ রয়েছেন, তা মাফ, তারপর তিলাওয়াত করলেন, (অর্থ) “তুমি বলে দাও, ওহীর মাধ্যমে যা কিছু বিধান আমার কাছে পৌঁছেছে, তন্মধ্যে আমি কোনো হারাম খাদ্য পাই না।” (সূরা ৬; আনআম ১৪৫) পূর্ণ আয়াত তিলাওয়াত করলেন। (আবু দাউদ: ৩৮০২)

আবুদ দারদা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

«مَا أَحَلَّ اللَّهُ فِي كِتَابِهِ فَهُوَ حَلَالٌ وَمَا حَرَّمَ فَهُوَ حَرَامٌ وَمَا سَكَتَ عَنْهُ فَهُوَ عَفْوٌ فَاقْبَلُوا مِنَ اللَّهِ عَافِيَتَهُ ‘ فَإِنَّ اللَّهَ لَمْ يَكُنْ لِيَنْسِيَ شَيْئًا»

“যা আল্লাহ তাঁর কিতাবে হালাল করেছেন, তা হালাল, আল্লাহ তাঁর কিতাবে যা হারাম করেছেন, তা হারাম। আর যে ব্যাপারে চুপ রয়েছেন, তা মাফ। অতএব, তোমরা আল্লাহর পক্ষ থেকে ক্ষমাকে গ্রহণ করো। কেননা, আল্লাহ কখনও কোনো কিছু ভুলে যান না।”

অতঃপর তিনি (স) তেলাওয়াত করলেন, «وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا» “তোমার প্রভু কখনও ভুলে যান না।” [সূরা ১৯; মারইয়াম ৬৪] (সুনান দারকুতনী: ১২, মুসনাদুল বায্যার: ৪০৮৭)

আবু সায়’লাবা আল খুশানী রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

«إِنَّ اللَّهَ فَرَضَ فَرَائِضَ فَلَا تُضَيِّعُوهَا، وَحَدَّ حُدُودًا، فَلَا تَعْتَدُوهَا، وَحَرَّمَ أَشْيَاءَ فَلَا تَقْرَبُوهَا، وَتَرَكَ أَشْيَاءَ - عَنِ غَيْرِ نِسْيَانٍ - فَلَا تَبْحَثُوا عَنْهَا»

“নিশ্চয় আল্লাহ ফরযগুলোকে ফরয করেছেন, এগুলো তোমরা নষ্ট করো না, অনেক ক্ষেত্রে তিনি সীমানা নির্ধারণ করে দিয়েছেন, তা লংঘন করো না, কতগুলো জিনিস হারাম করে দিয়েছেন, তার কাছেও যেও না, ভুল না করেই তিনি কতক বিষয় ছেড়ে দিয়েছেন (করা না করা কিছুই বলেননি), সে ব্যাপারে তোমরা বিতর্কে লিপ্ত হয়ো না।” (জামে’উল উসূল ফী আহাদীসির রাসূল: ৩০৭০, কানযুল ‘উম্মাল ফী সুনানিল আকওয়াল ওয়ার আ’মাল: ৮৭২৩)

আর একটি নিষিদ্ধ বস্তু হলো নেশাজাত দ্রব্য

নেশাজাত দ্রব্য যা মানুষের আকলকে নষ্ট করে দেয়, জ্ঞান-বুদ্ধির বিলুপ্তি ঘটায়, শরী‘আত তা নিষিদ্ধ করেছে, কারণ শরী‘আতের একটি মূল উদ্দেশ্য হলো, মানুষের আকলকে হেফাজত করা। যে সমস্ত জিনিস মানুষের আকলকে নষ্ট করে দেয়, সে সকল জিনিসকেই ইসলাম নিষিদ্ধ করেছে, তন্মধ্যে নেশাজাত দ্রব্য মদ, ফেপিডিল, হিরোইন, ইয়াবা, এ জাতীয় সকল আধুনিক সংস্করণ, আধুনিক নামকরণ অন্যতম। আরবের লোকেরা মদ পানে এত আসক্ত ছিলো যে, আল্লাহ একবারে মদ হারাম না করে কয়েকটি পর্যায়ে হারাম করেছেন। ধীরে ধীরে মদের আসক্তি কমিয়ে এনে তৃতীয়বারে চূড়ান্তভাবে নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছেন।

প্রথম বারে মদের কিছু উপকার থাকলেও ক্ষতির পরিমাণ বেশি বলে উল্লেখ করেছেন, আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴿ يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ ۖ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَّفْعِهِمَا ﴾

“তারা তোমাকে মদ ও জুয়া সম্পর্কে প্রশ্ন করে, বলে দাও, এতদুভয়ের মধ্যে রয়েছে মহাপাপ। আর মানুষের জন্যে উপকারিতাও রয়েছে, তবে এগুলোর পাপ উপকারিতা অপেক্ষা অনেক বড়।” (সূরা ২; বাকারা ২১৯) এ আয়াত নাযিলের মাধ্যমে মদ পানের আগ্রহ কিছুটা হলেও কমিয়ে দেওয়া হয়েছে।

দ্বিতীয় বারে সালাত আদায়ের পূর্বক্ষণে মদ পান করতে নিষেধ করা হয়েছে। যেমন আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنتُمْ سُكَارَىٰ حَتَّىٰ تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ ﴾

“হে ঈমানদারগণ! তোমরা যখন নেশাগ্রস্ত থাকো, তখন সালাতের ধারে-কাছেও যেও না, যতক্ষণ না তোমরা বুঝতে সক্ষম হও। যা কিছু তোমরা বলছো।” (সূরা ৪; নিসা ৪৩)

এ আয়াত নাযিলের মাধ্যমে মদ পানের পরিমাণ আরো কমে গেলো। কারণ, একটু পরপরই সালাতের সময় হচ্ছে, আর মদ পান থেকে বিরত থাকতে হচ্ছে। অবশেষে নিম্নোক্ত আয়াত নাযিল করে আল্লাহ চূড়ান্তভাবে মদ নিষিদ্ধ ঘোষণা করে দিলেন।

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٩٠﴾ إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ

الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيُصَدِّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ
 أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ ﴿٦١﴾

“হে মুমিনগণ! নিশ্চয় মদ, জুয়া, প্রতিমা এবং ভাগ্য নির্ধারক শরসমূহ তো কেবল ঘৃণার বস্তু, শয়তানের কাজ। কাজেই তোমরা সেগুলো বর্জন করো, যাতে তোমরা সফলকাম হতে পারো। শয়তান তো চায় মদ ও জুয়া দ্বারা তোমাদের মধ্যে শত্রুতা ও বিদ্বেষ ঘটাতে এবং তোমাদেরকে আল্লাহর স্মরণে ও সালাতে বাধা দিতে। তাহলেও কি তোমরা বিরত হবে না?” (সূরা ৫: মায়েরা ৯০-৯১)

মদ নিষিদ্ধ হওয়ার ব্যাপারে বর্ণিত বিভিন্ন হাদীস।

আব্দুল্লাহ ইবনে ‘উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

«لعن الله الخمر، وشاربها، وساقيتها، وبائعها، ومبتاعها، وعاصرها،
 ومعتصرها، وحاملها، والمحمولة له»

“আল্লাহ লা‘নত করেছেন মদ, মদপানকারী, মদ পরিবেশনকারী, মদ বিক্রেতা, মদ ক্রেতা, মদ প্রস্তুতকারী, মদের নির্যাস বেরকারী, মদ সরবরাহকারী, যার জন্যে মদ বহন করে নিয়ে যাওয়া হয়, তাদের সকলের উপর।” (আবু দাউদ: ৩৬৭৬)

আনাস রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত হাদীসে এসেছে,

كُنْتُ سَاقِيَ الْقَوْمِ فِي مَنْزِلِ أَبِي ظَلْحَةَ وَكَانَ خَمْرُهُمْ يَوْمَئِذٍ الْفَضِيخَ فَأَمَرَ
 رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُنَادِيًا يُنَادِي أَلَا إِنَّ الْخَمْرَ قَدْ حُرِّمَتْ
 قَالَ فَقَالَ لِي أَبُو ظَلْحَةَ اخْرُجْ فَأَهْرِقْهَا فَخَرَجْتُ فَهَرَقْتُهَا فَجَرَّتْ فِي
 سِكَكِ الْمَدِينَةِ

অর্থাৎ, তিনি (আনাস) বলেন, আমি আবু তালহার ঘরে মদ পরিবেশনকারী ছিলাম। তখন তাদের মদ ছিলো ভিজানো খেজুরের তৈরি। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক ঘোষণাকারীকে ঘোষণা দিতে এ বলে আদেশ করলেন যে, জেনে রেখো, নিশ্চয় মদ হারাম করা হয়েছে, তিনি বলেন, আবু তালহা আমাকে বললেন, বের হও, মদ ঢেলে দাও, আমি বের হয়ে মদ ঢেলে দিলাম, আর তা মদীনার আলি-গলিতে বয়ে গেলো। (বুখারী: ২৪৬৪, ৪৬২০, ৫৫৮২, ৭২৫৩, মুসলিম: ১৯৮০)

সকল নেশাজাত দ্রব্যই নিষিদ্ধ। যে সমস্ত বস্তু আকল নষ্ট করে দেয়, মাতাল করে ফেলে, তা সবটাই নিষিদ্ধ, কম হোক আর বেশি হোক।

উমর ইবনুল খাত্তাব রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ বলেছেন,

«كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ»

“প্রত্যেক নেশাজাত দ্রব্য হারাম।” (বুখারী: ৬১২৪, ৭১৭২, মুসলিম: ১৭৩৩, ২০০২)

মদ বিক্রয় করাও নিষিদ্ধ

ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত হাদীসে এসেছে,

أَهْدَى رَجُلٌ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَاوِيَةَ خَمْرٍ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَا عَلِمْتَ أَنَّ اللَّهَ حَرَّمَهَا قَالَ لَا فَسَارَهُ رَجُلٌ إِلَى جَنْبِهِ فَقَالَ لَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَ سَارَرْتَهُ فَقَالَ أَمْرْتُهُ أَنْ يَبِيعَهَا فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ الَّذِي حَرَّمَ شُرْبَهَا حَرَّمَ بَيْعَهَا فَفَتَحَ الرَّجُلُ الْمَزَادَتَيْنِ حَتَّى ذَهَبَ مَا فِيهِمَا

অর্থাৎ, জনৈক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এক পাত্র মদ দান করলো, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে বললেন, “তুমি কি জান না যে, আল্লাহ মদ নিষিদ্ধ করেছেন?” সে বললো, না। লোকটি তার পাশের ব্যক্তিকে গোপনে কি যেনো বললো, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে বললেন, “তুমি তাকে গোপনে কী বলেছো?” লোকটি বললো, আমি তাকে মদ বিক্রয় করে দেওয়ার জন্যে নির্দেশ দিয়েছি। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে বললেন, “আল্লাহ যা পান করতে নিষেধ করেছেন, তা বিক্রয় করতেও নিষেধ করেছেন।” লোকটি মদের পাত্র দুটির মুখ খুলে দিলো, আর সব মদ চলে গেলো। (মুয়াত্তা মালেক: ৩১৩২)

জাবের ইবনে আব্দুল্লাহ থেকে বর্ণিত, তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে মক্কা বিজয়ের বছর মক্কায় থাকা অবস্থায় বলতে শুনেছেন,

إِنَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ حَرَّمَ بَيْعَ الْخَمْرِ وَالْمَيْتَةِ وَالْخِنْزِيرِ وَالْأَصْنَامِ

“নিশ্চয় আল্লাহ এবং তাঁর রাসূল মদ, মৃত প্রাণী, শূকর এবং মূর্তি বিক্রি করতে নিষেধ করেছেন।” (বুখারী: ২২৩৬, মুসলিম: ১৫৮১)

গ্রন্থপঞ্জী

১. কুরআন কারীম ।
২. আবু আদিল্লাহ মুহাম্মাদ ইবনে ইসমাইল আল-বুখারী, আল-জামি' আল-মুসনাদ আস-সহীহ ।
৩. মুসলিম বিন হাজ্জাজ বিন মুসলিম আল-কুশায়রী আন-নিসাবুরী, সহীহ মুসলিম ।
৪. মুহাম্মাদ বিন ঙ্গসা আবু ঙ্গসা আত-তিরমিযী, আল-জামেয়' আস-সহীহ সুনান আত-তিরমিযী ।
৫. আবু দাউদ সুলায়মান বিন আল-আস'আস আস-সিজিস্তানী, সুনান আবী-দাউদ ।
৬. আবু আদির রহমান আহমাদ বিন শু'আইব আন-নাসায়ী, সুনান আন-নাসায়ী ।
৭. মুহাম্মাদ বিন ইয়াযীদ আবু আদিল্লাহ আল-কাযবীনী, সুনান ইবনে মাজাহ ।
৮. ইমাম আহমাদ বিন হাম্বল, মুসনাদ আল-ইমাম আহমাদ বিন হাম্বল ।
৯. মালেক বিন আনাস আবু আব্দুল্লাহ আল-আসবাহী, মুয়াত্তা ইমাম মালেক ।
১০. আহমাহ বিন আল-হুসাইন বিন আলী আল-বায়হাকী, শু'আবুল ঙ্গমান ।
১১. মুহাম্মাদ বিন হিব্বান বিন আহমাদ আত-তামীমী, সহীহ ইবনে হিব্বান ।
১২. মুহাম্মাদ বিন ইসহাক ইবনে খুযায়মা আন-নিসাপুরী, সহীহ ইবনে খুযায়মা ।
১৩. আলী ইবনে উমর আবুল হাসান আদ-দারুকুতনী, সুনান দারু কুতনী ।
১৪. মুহাম্মাদ ইবনে আবী বাকর ইবনে কায়েম আলজাওযিয়াহ, যাদুল মায়া'দ ।
১৫. আবু মুহাম্মাদ আব্দুল মালেক বিন হিশাম, আস্‌সীরাতুন নববিয়াহ ।
১৬. আবু মুহাম্মাদ আব্দুল্লাহ বিন আব্দুর রহমান, সুনান- আদ-দারেমী ।
১৭. আলাউদ্দীন আলী আল-মুত্তাকী, কানযুল 'উম্মাল ফী সুনানিল আকওয়াল ওয়াল আফ'আল ।
১৮. আব্দুর রহমান বিন রজব, জামি'উল 'উলুম ওয়াল হিকাম ।
১৯. আলী বিন আবী বকর আল-হায়সামী, মাজমা'উয- যাওয়ালিদ ওয়া মামবা'উল ফাওয়ালিদ ।
২০. আবু বকর আব্দুর রায্যাক বিন হুমাম আস-সান'আনী, মুসান্নিফ আব্দুর রায্যাক ।
২১. হাফিয আবু শায়খ আল-ইসফাহানী, আখলাকুন নবী ।
২২. আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মাদ বিন আব্দুল্লাহ, আল-হাকিম ।
২৩. সুলায়মান বিন আহমাদ বিন আয়ুব আতাবরানী, আল মু'জামুল কাবীর ।
২৪. সুলায়মান বিন আহমাদ বিন আয়ুব আতাবরানী, মুসনাদুশ-শামিয়ীন ।
২৫. আহমাদ বিন আলী আবু ইয়'লা আত-তামীমী, মুসনাদ আবু ইয়'লা ।
২৬. জালালুদ্দীন আস-সুয়ূতী, জামি'উল আহাদীস ।
২৭. ইয়া'কুব বিন শায়বাহ বিন আস-সালত আস-সাদূসী, মুসনাদ উমর বিন খাত্তাব ।
